পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
১০ম সংখ্যা, বরুথিনী একাদশী,
২৩শে এপ্রিল, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

Founder Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গুরু-শিষ্য

(দ্বিতীয় পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে 'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

*****সদ্গুরু থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পন্থা** – পারমার্থিক উপলব্ধির পথ নিঃসন্দেহে দুর্গম। তাই, ভগবান আমাদের উপদেশ দিয়েছেন সেই সদ্গুরুর শরণাগত হতে, যিনি গুরু-পরম্পরার ধারায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন। গুরু-পরম্পরাক্রমে যিনি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেননি, তিনি কখনই গুরু হতে পারেন না। ভগবান হচ্ছেন আদি গুরু। তিনি এই পরম তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টির আদিতে দান করেছিলেন। তারপর গুরু-শিষ্য ধারায় পরম্পরাক্রমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে। তাই, এই পরম্পরায় ধারায় যিনি এই জ্ঞান আহরণ করেছেন, তিনি এই জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তিনিই এই জ্ঞানকে যথাযথরূপে দান করতে পারেন। মনগড়া একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করে আমরা কখনই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি না। একদল মূঢ় প্রতারক গুরু সেজে নানা রকম অশাস্ত্রীয় পদ্ধতির উদ্ভাবন করে লোক ঠকায়। এই জন্য ভাগবতে (৬/৩/১৯) বলা হয়েছে- ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্ - ধর্মের পথ স্বয়ং ভগবানই প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করেছেন। তাই, জল্পনা-কল্পনা বা বৃথা তর্ক অথবা শাস্ত্রগ্রন্থের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে কখনই আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের শরণাগত হতে হয়, সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর চরণাম্বুজে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী হয়ে ক্রীতদাসের মতো তাঁর সেবা করতে হয়। সদ্গুরুর সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। আত্মসমর্পণ ও সেবা না করে কেবল প্রশ্ন করে কখনই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। গুরুদেব পরীক্ষা করে দেখেন শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বাসনা কতটা প্রবল হয়েছে এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার আশীর্বাদ দান করেন। এখানে অন্ধের মতো অনুকরণ করা অথবা মুঢ়ের মতো নিরর্থক প্রশ্ন করার নিন্দা করা হয়েছে। শিষ্য কেবল শ্রদ্ধা সহকারে গুরুপ্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ করবে, তা নয়, তাকে আত্মসমর্পণ, গুরুদেবের ঐকান্তিক সেবা এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এই জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করতেও হবে। সদ্গুরু সর্বদাই তাঁর শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ। তাই শিষ্য যখন বিনীত ও আজ্ঞানুবর্তী সেবায় সর্বতোভাবে তৎপর হয়, তখন জ্ঞান ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বিনিময় পূর্ণ হয়। **(গীতা ৪.৩৪ তাৎপর্য)**

***** সকলকেই গুরু গ্রহণ করতে হয়, এমন কি স্বয়ং ভগবান হলেও** – শ্রীল নারদ মুনি যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীল ব্যাসদেবের গুরুদেব, তবুও শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর গুরুদেবের উপর নির্ভরশীল নন, কেন না মূলত তিনি হচ্ছেন সকলের গুরু। কিন্তু যেহেতু তিনি এখানে আচার্যের কার্য সম্পাদন করছেন, তাই তিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে সকলকেই গুরু গ্রহণ করতে হয়, এমন কি স্বয়ং ভগবান হলেও। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবানের সমস্ত অবতারেরা সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও গুরু গ্রহণ করেছেন। জনসাধারণকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি পরিচালিত করার জন্য তিনি স্বয়ং ব্যাসদেবরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর দিব্য লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। **(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৫.২১)**

*****পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধিলাভের যথার্থ উপায়** – পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধিলাভের যথার্থ উপায় হচ্ছে শ্রীল গুরুদেবের সন্তুষ্টিবিধান করা এবং তার ফলে তাঁর আন্তরিক আশীর্বাদ লাভ করা।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত গুর্বষ্টকমে বলেছেন -

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

অর্থাৎ, "যিনি প্রীত হলে পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং যিনি অসন্তুষ্ট হলে জীবের আর কোন গতি থাকে না, আমার সেই পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" তাই শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত বিনীতভাবে সদ্গুরুর সেবা করা। শ্রীল সূত গোস্বামী আদর্শ শিষ্যের এই সমস্ত গুণাবলী প্রদর্শন করছিলেন, এবং তাই শ্রীল ব্যাসদেব আদি তাঁর সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুদেবের কাছ থেকে বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে শ্রীল সূত গোস্বামী হচ্ছেন একজন যথার্থ সদ্গুরু। তাই তাঁর শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন। **(শ্রীমদ্ভাগবত ১.১.৮)**

*****সুদক্ষ সদ্গুরুর সুদক্ষ নেতৃত্ব** – শ্রীল নারদ মুনির পূর্বজন্মের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভগবানের সেবা শুরু হয় ভগবানের সেবকের সেবা করার মাধ্যমে। ভগবান বলেছেন যে, সরাসরিভাবে তাঁর সেবা করার থেকে তাঁর সেবকের সেবা করা শ্রেয়। ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবানের সেবার থেকেও অধিক মহিমামণ্ডিত। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের একজন যথার্থ সেবকের সন্ধান লাভ করা এবং ভগবানের এই রকম সেবককে পরমারাধ্য গুরুরূপে বরণ করে তাঁর সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত হওয়া। এই রকম সদ্গুরু হচ্ছেন ভগবানকে দর্শন করার স্বচ্ছ মাধ্যম। তিনি সব রকমের জড় প্রভাব থেকে মুক্ত। এইভাবে সদ্গুরুর সেবা করা হলে, সেই সেবার অনুপাত অনুসারে ভগবান নিজেকে সেই ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত করেন। সমস্ত শক্তি ভগবানের সেবায় নিয়োগ করাই হচ্ছে মুক্তি লাভের যথার্থ উপায়। সদ্গুরুর পরিচালনায় জীব যখন ভগবানের প্রতি সেবাপরায়ণ হয়, তখন সমস্ত জড় জগৎ তার কাছে ভগবানেরই মতো চিন্ময় হয়ে ওঠে। সুদক্ষ সদ্গুরু ভগবানের মহিমা প্রচারে সব কিছুকে ব্যবহার করার কৌশল জানেন এবং তাই ভগবানের সেবকের অপ্রাকৃত করুণার প্রভাবে সমস্ত জগৎ ভগবদ্ধামে পরিণত হতে পারে। **(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৫.২৩)**

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদগীতা ২.১১ – ৪ঠা মার্চ, ১৯৬৬, নিউয়র্ক।

(গত সংখ্যার পর...)

প্রভুপাদঃ যত্তীর্থবুদ্ধি সলিলে ... এখন, খ্রিষ্টান বিশ্বেও জর্ডান নদীর ঐ জল পবিত্র বলে বিবেচিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে, হিন্দুরাও যখন তারা কোন তীর্থ যাত্রায় যান, তারা পবিত্র নদীতে স্নান করেন। কিন্তু প্রত্যেকের জানা উচিত যে পবিত্র স্থানে যাওয়া মানে এই নয় কেবল ঐ জলে স্নান করা। একটি পবিত্র স্থানে যাওয়ার প্রকৃত অর্থ- পারমার্থিক জ্ঞানের কোন বুদ্ধিমান বিদ্বান ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করা। তাঁরা সেখানে বাস করেন। তাঁদের সঙ্গ করতে হবে, তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে- যা হচ্ছে তীর্থ যাত্রায় যাওয়ার উদ্দেশ্য। কারণ তীর্থ যাত্রা, পবিত্র স্থান... ঠিক আমার মত, আমার বাসস্থান বৃন্দাবনে। তাই বৃন্দাবনে সেখানে অনেক মহান বিদ্বান এবং সাধু ব্যক্তিবর্গ বাস করেন। তাই কেবল জলে স্নান করার জন্য এমন পবিত্র স্থানে কারও যাওয়া উচিত না। কিন্তু সেখানে বসবাসরত আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত ব্যক্তির সন্ধান করতে এবং তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং তাঁর দ্বারা উপকৃত হতে তাকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান হতে হবে। কিন্তু সে যাবে না। সে কেবল স্নান করবে এবং কিছু পণ্য ক্রয় করবে এবং প্রচার করবে, "ওহ, আমি এই এই তীর্থ যাত্রায় গিয়েছিলাম।" ঠিক আছে ... যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রি-ধাতুকে (ভাঃ ১০.৮৪.১৩) এবং যত্তীর্থবুদ্ধি সলীলে না কর্হিচিজ জনেষু অভিজ্ঞেষু: "তার তীর্থ যাত্রার জন্য আসক্তি রয়েছে, কেবল স্নান করার জন্য, কিন্তু সেখানকার জ্ঞানী ব্যাক্তিদের জন্য তার কোন আকর্ষণ নেই।" বোঝা গেল?

তাই এই প্রকার মানুষকে গাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। স এব গো খরঃ (ভাঃ ১০.৮৪.১৩) গো-খর। গো-খর। গো অর্থ গরু অথবা..., এবং খর অর্থ গাধা। তাই কার্যতভাবে সমগ্র বিশ্ব গরু এবং গাধার সভ্যতার দিকে চলছে কারণ সমস্ত বিষয়টাই এর সাথে পরিচিত ... কেন্দ্র হচ্ছে এই দেহ, এবং দেহ বিস্তৃতি, আকর্ষণ, সম্পূর্ণ আকর্ষণ এখানেই। হ্যা। তুমি চাও...?

স্ত্রীলোকঃ হ্যা। ভারতীয় স্থান পবিত্র স্থান হিসাবে পরিচিত...

প্রভুপাদঃ প...ঠিক।

স্ত্রীলোকঃ ...তাই নয়কি... পবিত্র স্থান...

প্রভুপাদঃ হ্যা।

স্ত্রীলোকঃ তাছাড়া এটা একটা সত্য নয় কি যে এখানে অনেক আকর্ষণশক্তি আছে যে কারণে সম্মেলন ...

প্রভুপাদঃ ওহ, হ্যা। নিশ্চয়ই।

স্ত্রীলোকঃ সাধু এবং অনেক লোক...? (?)

প্রভুপাদঃ নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। তাই এই স্থানের নিজের কিছু আকর্ষণশক্তি রয়েছে। বোঝা গেল?

স্ত্রীলোকঃ হ্যা। এবং কখন...

প্রভুপাদঃ ঠিক বৃন্দাবনের মত, বৃন্দাবন...যা বাস্তব। এখন আমি এখানে বসে আছি, নিউ ইয়র্ক, একটি বৃহৎ, বিশ্বের সবচেয়ে বড় শহর, একটি চমৎকার শহর, কিন্তু তারপরও আমার হৃদয় সর্বদা বৃন্দাবনের জন্য তীব্র লালায়িত।

স্ত্রীলোকঃ হ্যা।

প্রভুপাদঃ হ্যা। আমি এখানে সুখী নই।

স্ত্রীলোকঃ হ্যা। আমি জানি।

প্রভুপাদঃ আমি খুব সুখী হব আমার বৃন্দাবনে ফিরে গেলে, যেটি পবিত্র স্থান। "কিন্তু তাহলে কেন আপনি...?" এখন, কারণ এটা আমার কর্তব্য। আমি তোমাদের জনগণের জন্য কিছু বাণী বহন করে নিয়ে এসেছি। কারণ আমি আমার পারমার্থিক গুরুর দ্বারা বিশেষ আদেশ প্রাপ্ত যে "যাকিছু জ্ঞান তুমি গ্রহণ করেছ, তোমার পশ্চিমা দেশে যাওয়া উচিত, এবং তোমাকে অবশ্যই এই জ্ঞান বিতরণ করতে হবে।" তাই আমার অসুবিধা থাকা সত্বেও, আমার সব অসুবিধাগুলো, আমি এখানে আছি কারণ আমি কর্তব্যরত আছি। আমি, আমি...এটা আমার ব্যক্তিগত অসুবিধা, যদি আমি চলে যাই এবং বৃন্দাবনে বসে থাকি, আমি সেখানে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব। এবং আমি থাকব ... আমার কোন উদ্বেগ থাকবে না, সে ধরনের কোন কিছু। বোঝা গেল? কিন্তু আমি এই বৃদ্ধ বয়সে সমস্ত ঝুঁকি গ্রহণ করেছি কারণ আমি কর্তব্য-বন্ধনে আবদ্ধ। আমি কর্তব্য-বন্ধনে আবদ্ধ। তাই আমার সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাকে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। সেটিই হচ্ছে উদ্দেশ্য।

তাই এটিই হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যাপার, পারমার্থিক অগ্রগতির সমস্ত মূলনীতি হচ্ছে জ্ঞান। প্রত্যেককে প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে যে সে এই দেহ নয়। সে এই দেহ নয়। তখন অন্যান্য পারমার্থিক জ্ঞানের সূচনা হবে। এটি হচ্ছে মূলনীতি। তুমি এটা দেখতে পাবে। তুমি এটা শ্রীমদ্ভগবত গীতায় দেখতে পাবে যে পারমার্থিক জীবনের এই অবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্মভূতঃ। ব্রাহ্মণ। তাই

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।। (ভ.গী- ১৮/৫৪)।

তাই, যদি না কেউ নিজেকে জানতে পারে, তাহলে সে ভগবানকেও জানতে পারবে না। তার, তার মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হবে...এখন, মিঃ মিশ্র খুব চমৎকার শিক্ষা প্রদান করেন কারণ তিনি শিক্ষা প্রদান করেন যে "প্রথমেই তোমাদের সবার জানতে হবে 'আমি কি, আমি কি...' " যেটি খুব ভাল। কিন্তু "আমি কি" তা শ্রীমদ্ভগবত গীতা থেকে জানতে পারবে, যে "আমি এই দেহ নই। আমি এই দেহ নই।" অন্ততপক্ষে যে জ্ঞান তত্ত্বগতভাবে, যে কেউ অবশ্যই গ্রহণ করতে পারবে, যে "আমি এই দেহ নই।" এখন শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করছেন যে এই স্থিতি কি। আমি এই দেহ নই। তা ঠিক আছে। এখন, প্রকৃতপক্ষে, আমরা কে? আমরা কে? আমি দেহ নই। তা ঠিক আছে। তখন আমরা কি করব?

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

এই ই-পত্রিকা পেতে লিখুন –

spss.ekadashi@gmail.com

ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

What's app - +918007208121

পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি -

http://ebooks.iskcondesiretree.com/index.php?q=f&f=%2Fpdf%2FSrila_Prabhupada_Siksa_Sangraha